আলমডাঙ্গা হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আইনাল হককে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ওসমানপুর উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আইনাল হক হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয় সংবাদসূত্রেও তাকে ওই পদে থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ওসমানপুর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আইনাল হককে আটক করা হয়। আটককৃত আয়নাল হক এলাকার প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত।

আলমডাঙ্গা থানা সুত্রে আয়নাল হকের গ্রেফতারের বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে উচ্চমাধ্যমিকের নবীনবরণ

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের উদ্যোগে উচ্চমাধ্যমিক ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার উদ্বোধনী ক্লাস ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) কলেজের হলরুমে উদ্বোধনী ক্লাস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি ও ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রধান ড. মো. মহবুব আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে একটি ‘ওয়েলকাম সং’ পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তব্য দেন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি শাওন পারভেজ, মাহমুদুল হক তন্ময়, পৌর আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু ও উপজেলা আহ্বায়ক জাহিদ হাসান শুভ। এছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিনিধি মো. রবিউল ইসলাম ও মো. সাইফুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

শিক্ষকদের মধ্যে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষণীয় ও প্রেরণামূলক বক্তব্য দেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক মো. মহিতুর রহমান এবং সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক মোহা. আব্দুল মোনায়েম।

সভাপতির বক্তব্যে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. মফিজুর রহমান বলেন, “শিক্ষাই জীবনের মূল ভিত্তি।

আমাদের এই কলেজ তরুণদের স্বপ্ন পূরণের ঠিকানা। উচ্চমাধ্যমিকের সময়টি জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় সঠিক দিকনির্দেশনা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেই শুভকামনা জানাই।”

তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা, শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী ক্লাস ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন

ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জের মাধবীতলা এলাকায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার রংপুর গ্রামের খোদাবক্সের ছেলে হায়দার আলী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গত শনিবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

এলাকাবাসীর ধারণা, মানসিক ভারসাম্যহীন হায়দার আলী অসাবধানতাবশত মাথাভাঙ্গা নদীতে পড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যেতে পারেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে কয়েকজন কিশোর মাথাভাঙ্গা নদীতে সাঁতার কাটছিল। এ সময় তারা নদীর স্রোতের সঙ্গে একটি মরদেহ ভেসে আসতে দেখে। তাদের ডাকাডাকিতে স্থানীয়রা ছুটে এসে মরদেহটি নদীর কিনারে নিয়ে আসেন এবং পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে হায়দার আলীর নিকটাত্মীয়রা মরদেহটি শনাক্ত করেন। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানায়, মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

একাধিক যুবকের অর্থ-স্বর্ণ হাতিয়ে নেওয়ার দাবি

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর (খালপাড়া) এলাকায় এক তরুণীর বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে একাধিক যুবকের কাছ থেকে অর্থ ও স্বর্ণালংকার

হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে, শ্রীরামপুর গ্রামের রশিদুলের মেয়ে তামান্না বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুবকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। পরবর্তীতে পড়াশোনার খরচ, কেনাকাটা, অসুস্থতা ও পারিবারিক প্রয়োজনসহ নানা কারণ দেখিয়ে অর্থ সহায়তা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, বিকাশ, নগদসহ বিভিন্ন মাধ্যমে এসব অর্থ লেনদেন করা হয়েছে।

সম্প্রতি তিতুদহ গ্রামের সৌদি প্রবাসী শাহজামালের সঙ্গে তামান্নার ফেসবুকের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্ক ও আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। শাহজামালের পক্ষ থেকে অর্থ ও স্বর্ণালংকার দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এসব অভিযোগের প্রকৃত সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করা প্রয়োজন।

এর আগে একই গ্রামের নিশান নামের এক যুবকের সঙ্গেও তামান্নার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয়ভাবে দাবি করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই সম্পর্কের সূত্রে নিশানের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে নিশানের মৃত্যু হয়। তবে তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিভিন্ন দাবি থাকলেও বিষয়টির চূড়ান্ত সত্যতা সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও আদালতের নথির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

স্থানীয়দের আরও দাবি, নিশানের মৃত্যুর কিছুদিন পর কুমারখালীর সোহাগ নামের এক যুবকের সঙ্গে তামান্নার সম্পর্ক ও কথিত বিয়ের বিষয়টিও সামনে আসে। এছাড়া হারদী ও যশোর এলাকার আরও কয়েকজন যুবকের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগকারীদের ভাষ্য, এসব যোগাযোগে একাধিক মোবাইল সিম, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইমোর মতো যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের কোনটি সত্য আর কোনটি ভিত্তিহীন, তা নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেমের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল। তাদের মতে, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে নির্দোষ কাউকে হয়রানি বা সামাজিকভাবে হেয় না করারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

এ ঘটনায় তিতুদহ গ্রামের সৌদি প্রবাসী শাহজামালের পিতা আজিম আলী বাদী হয়ে গত বুধবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্নভাবে প্রতারণা ও বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তার ছেলের কাছ থেকে মোট ৪ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে তামান্নার পিতা রশিদুল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমার মেয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে কিছু মানুষ। আমার মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর সুখে-শান্তিতে সংসার করছে। এর আগে আসাননগরে তার বিয়ে হয়েছিল।”

মেয়ের পূর্বের স্বামীর নাম জানতে চাইলে তিনি নাম বলতে পারেননি। তিনি আরও বলেন, “গ্রামে নিশানের অভিযোগ নিয়ে এর আগেও থানায় অনেকবার বসা হয়েছে। কিন্তু যারা অভিযোগ করেছে, তারা কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি।”

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী ও বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১১

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত বিশেষ অভিযানে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পৃথক এসব অভিযানে ট্যাপেন্টাডল, ইয়াবা, গাঁজা, গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও দুটি চোরাই ছাগল উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাদকসেবন, মাদক বহন, চোরাই ছাগলসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও পুরোনো মামলার আসামি রয়েছেন।

এদিকে বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই শ্রী মানিক কুমার শিকদারের নেতৃত্বে সনাতনপুর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ওরফে মধুর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর ছেলে সাব্বির হোসেন ওরফে আকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দুই পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত বেলগাছি গ্রামের আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু এবং পুরোনো মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার মাছুম বিল্লাহ ওরফে আকাশ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদক ও অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান আছে। যেখানেই মাদক বা অপরাধের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারী ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ আরও কঠোরভাবে কাজ করবে।”

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপের কামড়ে শফি মন্ডল (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার খাদিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফি মন্ডল ওই গ্রামের নূর বক্স মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করতে বাড়ি থেকে বের হন শফি মন্ডল। নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে কামড় দেয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা গেছেন।

আলমডাঙ্গায় প্রতিবন্ধী পরিবারের পাখিভ্যান চুরি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে প্রতিবন্ধী পরিবারের একমাত্র আয়ের অবলম্বন পাখিভ্যান চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার বেলগাছী গ্রামের মালিথাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী আসাদুল (৬৩) থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আসাদুলের ছেলে জীবন (২৬) প্রতিবন্ধী। প্রায় পাঁচ বছর আগে আলমডাঙ্গা শহরের পজেটিভ আলমডাঙ্গা সামাজিক সংঘের সহায়তায় পরিবারের জন্য পাখিভ্যানটি সংগ্রহ করা হয়। ছেলের পক্ষে ভ্যান চালানো সম্ভব না হওয়ায় বৃদ্ধ আসাদুল নিজেই ভ্যান চালিয়ে সংসারের খরচ জোগাতেন।

জানা গেছে, সোমবার সকালে পাখিভ্যান নিয়ে বেলগাছী বাজারে যান আসাদুল। কাজ শেষে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাড়িতে ফিরে ভ্যানটি বসতবাড়ির সামনে রাস্তার পাশে রেখে তালা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যান। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে দেখেন, তালা অক্ষত থাকলেও ভ্যানটি সেখানে নেই।

আসাদুল জানান, ভ্যান নিয়ে বাড়ি ফেরার আগে তিনি দূর থেকে দুজনকে মোটরসাইকেলে করে এসে ভ্যানটির আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ওই দুজন সিগারেট খাচ্ছিলেন এবং মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। তাঁর ধারণা, সুযোগ বুঝে ওই দুজনই ভ্যানটি নিয়ে যেতে পারেন। তবে তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেননি তিনি।

ভ্যানটি নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের নিয়ে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন আসাদুল। কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন।

পরিবারের সদস্যরা বলেন, পাখিভ্যানটি তাঁদের কাছে শুধু একটি যানবাহন নয়, প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে সংসার চালানোর একমাত্র অবলম্বন। ভ্যানটি হারিয়ে এখন পরিবারের নিত্যদিনের খাবার ও সংসার চালানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দ্রুত ভ্যানটি উদ্ধার না হলে পরিবারটির দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে। ভ্যানটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসার পরিচয় মুছে নতুন জীবনের পথে আলোচিত মিনি

“আর মাদক ব্যবসা করব না, সৎ পথে ফিরতে পুলিশের সহযোগিতা চাই” এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মিনি খাতুন ও তার পরিবারের সদস্যরা।

একসময় মাদক ব্যবসার অভিযোগে আলোচিত আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্টেশনপাড়ার মিনি খাতুন ও তার পরিবার এখন সেই পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে চান। তাদের দাবি, তারা আর মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। অতীতের পথ ছেড়ে সৎভাবে উপার্জন করে

স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান তারা। নতুন জীবনের পথে পুলিশের সহযোগিতাও চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে মাদক ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন মিনি খাতুন ও তার পরিবারের সদস্যরা। এ সময় তারা মুচলেকাও

দেন। এরপর প্রায় এক মাস ধরে মাদক থেকে দূরে থাকার দাবি করছেন তারা।

স্থানীয় কয়েকজনের ভাষ্য, মাদক ব্যবসা ছেড়ে বর্তমানে মিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন। এ সময়ে তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মাদক সংশ্লিষ্টতার কোনো ঘটনা সামনে আসেনি বলেও দাবি স্থানীয়দের।

তবে অতীতের অভিযোগের কারণে পরিবারটির বর্তমান অবস্থান নিয়েও এলাকায় কৌতূহল রয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, মাদক থেকে সরে আসার ঘোষণা ইতিবাচক হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকে কি না, সেটি পর্যবেক্ষণের বিষয়। কারণ, অতীতে মাদক ব্যবসার অভিযোগে আলোচনায় থাকা কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে শুধু অঙ্গীকার নয়, বাস্তব পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মিনি খাতুন বলেন, “আমরা মাদক ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি। আর কখনো মাদক ব্যবসা করব না। সৎভাবে কাজ করে জীবিকা চালাতে চাই। অতীতের ভুল থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই। এ জন্য পুলিশের সহযোগিতা চাই। আমাদের যেন অযথা হয়রানি করা না হয়।”

পরিবারটির দাবি, পুরোনো পথ আর তাদের কাম্য নয়। মাদক ব্যবসার অভিযোগের পরিচয় পেছনে ফেলে তারা সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে চান। সৎভাবে উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের জীবন চালানোর প্রত্যাশার কথাও জানিয়েছেন তারা।

এদিকে স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, পরিবারটি সত্যিই মাদক ব্যবসা থেকে পুরোপুরি সরে এসেছে কি না, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি প্রয়োজন। একই সঙ্গে অতীতে তাদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ কিংবা মামলার বর্তমান অবস্থাও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মিনি ও তার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, স্পষ্টতই তারা আর পুরোনো পথে ফিরতে চান না। মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করতে চান তারা। সেই নতুন পথচলায় পুলিশের সহযোগিতা ও সমাজে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ চান পরিবারের সদস্যরা।

[redacted]

[redacted]

ভাঙাচোরা সড়কের খানাখন্দে পানি জমে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।

এরশাদপুর চাতালমোড় থেকে আলমডাঙ্গা কলেজ মোড় পর্যন্ত সড়কটির অবস্থাও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার সংস্কারের উদ্যোগ ও টেন্ডার প্রক্রিয়া হলেও মাঠপর্যায়ে কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যায়নি। ফলে প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে চলাচলকারী মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, এরশাদপুর চাতালমোড় থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত সড়কটির টেন্ডার নিয়ে জটিলতার কারণে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এ কারণে সড়কটির সংস্কারকাজ দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ ছাড়া আলমডাঙ্গা মাছ বাজারের আলিফ উদ্দিন রোডেও সব সময় পানি জমে থাকে। এতে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তির অন্ত নেই।

ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর দাবি, পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বেহাল সড়কগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে চলমান আইনি ও টেন্ডার জটিলতা দ্রুত নিরসন করে সংশ্লিষ্ট সড়কের উন্নয়নকাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

আলমডাঙ্গার হাজী বিরিয়ানি খেয়ে বমি-ডায়রিয়া, শিশুসহ হাসপাতালে ৯

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি বিরিয়ানি হাউজ থেকে বিরিয়ানি খাওয়ার পর শিশুসহ তিন পরিবারের নয়জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, গত সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলমডাঙ্গা থানা-সংলগ্ন হাজী বিরিয়ানি হাউজ থেকে বিরিয়ানি কিনে খাওয়ার পর রাতেই তাঁদের পেটব্যথা, বমি ও ডায়রিয়া শুরু হয়। পরে

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মঙ্গলবার তাঁদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অসুস্থদের মধ্যে রয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের ফারুক হোসেনের স্ত্রী মরিয়ম খাতুন (২৭) ও তাঁদের দুই সন্তান তাওহিদ (২) ও তাওসিফ (৮); জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের জিনারুল ইসলাম (৪৬), তাঁর স্ত্রী পান্না খাতুন
(৪২) ও ছেলে সাহেদ (১৩); চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের জাহিদ হোসেনের স্ত্রী (৩৫), মেয়ে জান্নাতুল শ্রাবণী (১৫) এবং তাঁদের আত্মীয় জিহাদ আলীর স্ত্রী সুবর্ণা খাতুন (২১)।

ভুক্তভোগীদের ভাষ্য, তাঁরা পৃথক সময়ে সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলমডাঙ্গা থানা-সংলগ্ন ওই বিরিয়ানি হাউজ থেকে বিরিয়ানি কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। রাতে পরিবারের সদস্যরা বিরিয়ানি খাওয়ার পর রাত ১২টার দিকে একে একে তীব্র পেটব্যথা, বমি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। বিরিয়ানি খাওয়া পরিবারের সদস্যদের সবাই একই ধরনের অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি তাঁদের।

ফারুক হোসেন বলেন, “অফিস শেষে হাজী বিরিয়ানি হাউজ থেকে বিরিয়ানি কিনে বাসায় নিয়ে আসি। রাতে আমার স্ত্রী ও দুই সন্তান বিরিয়ানি খায়। রাত ১২টার পর থেকেই তারা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি, পেটব্যথা ও ডায়রিয়া শুরু হয়। পরদিন সকালে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।”

তিনি বলেন, “বাড়িতে ভাত রান্না করার মতোও এখন কেউ নেই। আমার ধারণা, খাবারে সমস্যা ছিল। কারণ যারা বিরিয়ানি খেয়েছে, তারাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছে। বিষয়টি জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।”

জাহিদ হোসেন বলেন, আলমডাঙ্গায় ঘুরতে গিয়ে ফেরার সময় হাজী বিরিয়ানি হাউজ থেকে দুই প্যাকেট বিরিয়ানি কিনে বাসায় যান। পরিবারের তিনজন মিলে সেই বিরিয়ানি খাওয়ার পর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, একই বিরিয়ানি খেয়ে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে একাধিক রোগী ভর্তি হয়েছেন। একাধিক মানুষ অসুস্থ হওয়ায় বিষয়টি প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ফারহানা ওয়াহিদ তানি বলেন, আলমডাঙ্গা থেকে শিশুসহ নয়জন বমি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রোগীদের ভাষ্য অনুযায়ী, বিরিয়ানি খাওয়ার পরই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে সবাই চিকিৎসাধীন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।